অ্যাডামের প্রতিবেদন, উডস ডেসপ্যাচ, কার্জন নীতি ও মৌলিক শিক্ষা

---

১. ভূমিকা (Introduction)

ঔপনিবেশিক শাসনকালে ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশ বিভিন্ন সরকারি নীতি, প্রতিবেদন ও সংস্কারমূলক উদ্যোগের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। এর মধ্যে **অ্যাডামের প্রতিবেদন**, **উডস ডেসপ্যাচ (১৮৫৪)**, **লর্ড কার্জনের শিক্ষা নীতি** এবং পরবর্তীকালে **মহাত্মা গান্ধীর মৌলিক শিক্ষা**—এই চারটি বিষয় ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এগুলির মাধ্যমে একদিকে ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতির চরিত্র স্পষ্ট হয়, অন্যদিকে জাতীয় ও বিকল্প শিক্ষাভাবনার বিকাশও লক্ষ করা যায়।

---

২. অ্যাডামের প্রতিবেদন (Adam’s Report, 1835–1838)

২.১ প্রেক্ষাপট

উইলিয়াম অ্যাডাম একজন স্কটিশ মিশনারি ও শিক্ষাবিদ ছিলেন। তাঁকে বাংলার দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত করা হয়। ১৮৩৫ থেকে ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি **তিনটি প্রতিবেদন** পেশ করেন, যা সম্মিলিতভাবে অ্যাডামের প্রতিবেদন নামে পরিচিত।

২.২ অ্যাডামের প্রতিবেদনের মূল বক্তব্য

- বাংলায় দেশীয় বিদ্যালয় (পাঠশালা, মক্তব, টোল) ব্যাপকভাবে বিস্তৃত
- গ্রামীণ সমাজে শিক্ষার চাহিদা ও স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ বিদ্যমান
- শিক্ষাব্যবস্থা সরকারনির্ভর নয়, সমাজনির্ভর
- পাঠক্রম ছিল সীমিত কিন্তু বাস্তবমুখী (পঠন, লিখন, গণিত)

২.৩ গুরুত্ব

- দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রথম সমীক্ষা
- প্রমাণ করে যে ব্রিটিশদের আগেই ভারতে শিক্ষার প্রসার ছিল
- পরবর্তী শিক্ষানীতির সমালোচনামূলক মূল্যায়নে সহায়ক

---

৩. উডস ডেসপ্যাচ (Wood’s Despatch, 1854)

৩.১ প্রেক্ষাপট

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি **চার্লস উড** ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার জন্য একটি বিস্তৃত নীতিনির্দেশ প্রদান করেন, যা উডস ডেসপ্যাচ নামে পরিচিত।

৩.২ উডস ডেসপ্যাচের প্রধান সুপারিশ

- শিক্ষা সরকারের দায়িত্ব
- **প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত স্তরভিত্তিক কাঠামো**
- মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা
- শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- শিক্ষা বিভাগ (Department of Public Instruction) গঠন

- বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ (কলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ)

৩.৩ গুরুত্ব

- একে "**ভারতীয় শিক্ষার ম্যাগনা কার্টা**" বলা হয়
- আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি স্থাপন
- প্রশাসনিক ও কাঠামোগত উন্নয়ন

---

৪. লর্ড কার্জনের শিক্ষা নীতি (Curzon's Educational Policy, 1899–1905)

৪.১ প্রেক্ষাপট

লর্ড কার্জন ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর-জেনারেল। তিনি শিক্ষার মান উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেন।

৪.২ কার্জন নীতির প্রধান দিক

- বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার (Indian Universities Act, 1904)
- শিক্ষার মানোন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি
- গবেষণা ও উচ্চশিক্ষার উপর জোর
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরকারি নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি

৪.৩ সমালোচনা

- স্বায়ত্তশাসনের অভাব
- জাতীয় শিক্ষাভাবনার পরিপন্থী
- শিক্ষাকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আবদ্ধ করা

---

৫. মৌলিক শিক্ষা (Basic Education / Nai Talim)

৫.১ প্রেক্ষাপট

ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে **মহাত্মা গান্ধী** ১৯৩৭ সালে **মৌলিক শিক্ষা** ধারণা প্রস্তাব করেন।

৫.২ মৌলিক শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য

- শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে **হস্তশিল্প ও উৎপাদনমূলক কাজ**
- শিক্ষা ও শ্রমের সমন্বয়
- মাতৃভাষায় শিক্ষা
- চরিত্র ও নৈতিক শিক্ষা
- স্বনির্ভর ও সমাজমুখী শিক্ষা

৫.৩ উদ্দেশ্য

- ঔপনিবেশিক এলিট শিক্ষার বিকল্প
- গ্রামীণ সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা
- আত্মনির্ভরশীল নাগরিক গঠন

---

৬. তুলনামূলক মূল্যায়ন

বিষয়	বৈশিষ্ট্য	চরিত্র
অ্যাডামের প্রতিবেদন	দেশীয় শিক্ষা সমীক্ষা	বর্ণনামূলক
উডস ডেসপ্যাচ	আধুনিক কাঠামো	প্রশাসনিক
কার্জন নীতি	মানোন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ	কেন্দ্রীভূত
মৌলিক শিক্ষা	জাতীয় ও বিকল্প শিক্ষা	গণমুখী

---

৭. উপসংহার (Conclusion)

অ্যাডামের প্রতিবেদন থেকে শুরু করে উডস ডেসপ্যাচ ও কার্জন নীতি—এই তিনটি উদ্যোগ ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতির ধারাবাহিক বিকাশকে তুলে ধরে। অপরদিকে মৌলিক শিক্ষা সেই ঔপনিবেশিক শিক্ষার বিরুদ্ধে এক **জাতীয় ও মানবিক বিকল্প শিক্ষাভাবনা** উপস্থাপন করে।

এই সকল নীতি ও প্রতিবেদন একত্রে ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ ও বহুমাত্রিক করে তুলেছে।

✍ পরীক্ষামুখী সম্ভাব্য প্রশ্ন

1. অ্যাডামের প্রতিবেদনের গুরুত্ব আলোচনা করো।
2. উডস ডেসপ্যাচকে কেন ভারতীয় শিক্ষার ম্যাগনা কার্টা বলা হয়?
3. কার্জনের শিক্ষানীতির সমালোচনামূলক মূল্যায়ন করো।
4. মৌলিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো।